মানবাধিকার চেতনা

(পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মুখপত্র)

মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ভবেৎ

পঞ্চম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | জুলাই ২০০১

মানবাধিকার কমিশন এবং পুলিশ প্রশাসনের সংস্কার সংক্রান্ত কর্মশালা

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ ও হিমাচলপ্রদেশ মানবাধিকার কমিশনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ এবং ২৪ শে মার্চ সিমলায় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার বিষয় ছিল মানবাধিকার কমিশন সমূহ এবং পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার। কর্মশালার উদ্দেশ্য হল কিভাবে পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারের আরো উন্নতি করা যায় এবং কিভাবে মানবাধিকার কমিশনগুলি পুলিশ সংস্কারের কাজে পরিবর্তন আনতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন মানবাধিকার কমিশনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগসাধন, মানবাধিকার কমিশন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ এবং পুলিশের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে পুলিশী ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার সাধনও ছিল এই কর্মশালার অন্যতম উদ্দেশ্য। দু'দিনের এই কর্মশালায় সমবেত হয়েছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, পাঁচটি রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, কতিপয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, পুলিশ আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ এবং পুলিশী সংস্কার সাধনের ব্যাপারে আন্তরিক সমর্থকগণ। মানবাধিকারের গুরুত্বকে কেন্দ্র বিন্দু করে বিবিধ সংস্কারের মাধ্যমে কমিশনগুলি পুলিশের নানা ক্রিয়াকলাপ যে দমন করতে সমর্থ হয়েছে এই কর্মশালার মাধ্যমে তা স্বীকৃত হয়েছে।

বর্তমান পুলিশী ব্যবস্থার উন্নতিকরণের সম্ভাবনা কর্মশালায় আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ বাহিনীকে যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয় সেই বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মশালা মানবাধিকার কমিশনকে পুলিশীব্যবস্থার সংস্কার সাধনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যে পাঁচটি রাজ্য কমিশন এই কর্মশালায় যোগদান করে তারা হল : জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ।

নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ কর্মশালায় যোগদানকারী সমস্ত সদস্য কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে :—

ক) স্বাধীনতার সময় থেকে জাতীয় পুলিশ কমিশন, রাজ্য পুলিশ কমিশন সমূহ এবং জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন একাধিক সুপারিশ প্রদান করে এসেছে। অতি সম্প্রতি, রিবেইরো এবং পদ্মনাভাইয়া কমিটিগুলিও পুলিশীব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আরো সুপারিশ গ্রহণ করেছে। সুপারিশ যুক্ত করেছে ও পূর্বের সুপারিশগুলি উন্নততর করেছে। গৃহীত সুপারিশগুলি হল যথাক্রমে,

১. পদ্মনাভাইয়া কমিটির প্রতিবেদন জনসমক্ষে আনা প্রয়োজন এবং ব্যাপক তর্ক ও আলোচনার জন্য উপযুক্ত স্থানে প্রতিস্থাপিত করা উচিত।

২. কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েরই এই সংস্কারের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশগুলি অতিসত্ত্বর বাস্তবায়িত করা উচিত, বিশেষ করে—

—কার্যকর স্বায়ত্তশাসন।

—অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

—মানবাধিকার লংঘনের কোন স্থান নেই।

—পুলিশদপ্তরের আরো স্বচ্ছতা এবং আইন-সম্মত কার্যকলাপ ইত্যাদি।

খ) পুলিশ যেহেতু রাজ্য সরকারের অধীন, প্রতিটি রাজ্য সরকারকে এর সংস্কার সাধনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

গ) পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয় সমূহের উপর ব্যাপক বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, মানবাধিকার কমিশন সমূহ, বিভিন্ন নাগরিক সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিরও জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশগুলি ও সাম্প্রতিক নিযুক্ত রিবেইরো ও পদ্মনাভাইয়া কমিটির প্রতিবেদনগুলি জনপ্রিয় করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পাতার ১ম কলমে)

যাবজ্জীবন দণ্ডিত আসামীদের মুক্তির ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকজন কয়েদীর কালপূর্ব মুক্তির আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক খারিজ হওয়ার পরে সুপ্রীম কোর্ট তাদের আবেদন গ্রহণ করেছে। তাদের মুক্তির আবেদন খারিজ হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে অপরাধীরা বয়সে যুবক, ফলে মুক্তি পেলে তারা আবার অপরাধ করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের দুই বিচারপতিকে নিয়ে গড়া এক ডিভিসন বেঞ্চ এই যুক্তিকে অসার এবং অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করে বলেছে আসামীরা মুক্তি পেলে আবার দুষ্কর্ম করবে কিনা তার জন্য বয়সটা কোনও বিষয় নয়, এটা নির্ভর করছে তাদের কারাবাসকালীন মানসিক গতিপ্রকৃতির উপর। তাঁদের মতে, দীর্ঘকালীন মেয়াদ খাটার দরুণ আসামীর অপরাধ করার স্পৃহা নষ্ট হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য আবেদনকারীর কারাবাসকালীন আচার-ব্যবহার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিচার চলাকালীন সাক্ষ্যদানকারীদের মতামত বা স্থানীয় মানুষদের মতামত কখনই ধার্য করতে পারে না যে উক্ত আবেদনকারী আসামী কালপূর্ব মুক্তি লাভ করলে তা বিপদের কারণ হতে পারে। বরঞ্চ কারাগার বা সংশোধনাগারে থাকাকালীন তার ব্যবহারকে মাথায় রাখা উচিত বলে ডিভিসন বেঞ্চ মনে করে।

সুতরাং সর্বোচ্চ আদালত উক্ত চারজন বন্দীর আবেদন পুনর্বিবেচনা করার আদেশ দিয়েছে তাদের আরো কারারুদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন আছে কিনা বা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিরূপ তা বিবেচনা-পূর্বক।

দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ আছে এরূপ বন্দীদের কালপূর্ব মুক্তির ব্যাপারে যে সব রাজ্য একটি বোর্ড গঠন করেছে, পশ্চিমবঙ্গ তাদের অন্যতম। এই বোর্ডের মাথায় আছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব। বিচার সচিব হলেন আহ্বায়ক। অন্য পাঁচজন সদস্য হলেন যথাক্রমে মহা-কারাপরিদর্শক, কারাদপ্তরের সচিব, মহা-আরক্ষা-পরিদর্শক এবং মুখ্য আরক্ষাধীন আধিকারিক।

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পাতার ২য় কলমে)